



221210 - পূর্বেরে একটা রোগের কারণে জনকৈ ময়েরে ওজন অনকে কমে গেছে সে কৈ রোযা ভাঙগতে পারবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: গত বছর আমি কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলাম। যার ফলে আমার ওজন অনকে কমে গিয়েছিলি; ডাক্তারের পরামর্শের ভিত্তিতে আমি গোটো মাস রোযা রাখতে পারিনি। এ বছর আমি সৈ সব রোগ থেকে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু আমার ওজন এখনও আগের মত আছে। আমার বাবা-মা এবং তাঁদের কাছের বন্ধুবান্ধব আমাকে রোযা না-রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে আমি তাঁদের দুইজনকে সাথে বাকবিতণ্ডা করছি। কারণ আমি অনুভব করছি যে, আমি যতটুকু সুস্থ আছি তত আমি রোযা রাখতে পারব। আমার মা মহল্লার ইমামকে টেলিফোন করে আমার অবস্থা বলছেন। ইমাম সাহেবে বলছেন: যহেতে আমার ওজন এখনও আদর্শ ওজনের পর্যায়ে আসেনি তাই আমার রোযা রাখা ঠিকি হবে না। এমতাবস্থায় আমি কিতাদরে উপদশে শুনব এবং পরিপূর্ণ সুস্থ হলে রোযাগুলো কাযা করব? নাকি আমি যৈ অবস্থায় আছি সৈ অবস্থায় রোযা রাখব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

আপনা উচতি হবে, আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নয়ো; যনি ইতপূর্ববে আপনার চিকিৎসা করছেন। যদি ডাক্তার রোযা রাখার ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতা নশ্চিতি করে এবং রোযা রাখটা আপনার স্বাস্থ্যের উপর নতেবিচক কোন প্রভাব ফলেবে না, আপনার সুস্থতা বলিম্বতি হবে না তাহলে আল্লাহ চাহতে আপনি ও আপনার পতিমাতা এ ব্যাপারে নশ্চিন্তি হতে পারবেন। এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আপনি রোযা রাখা শুরু করতে পারবেন।

পক্ষান্তরে, ডাক্তার যদি মনে করেন, রোযা রাখটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কঠনি হবে, এতে করে আপনার স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা হবে তাহলে রোযা না-রাখটা আপনার জন্য উত্তম। রমযানের পরে আপনি সুস্থ হয়ে রোযা রাখতে পারবেন।

আল-দরিদরি মালিকী (রহঃ) বলেন:

যদি রোগ সম্পর্ক অবহতি কোন ডাক্তার ধারণা করেন যে, রোযা রাখলে রোগ বাড়বে কিংবা সুস্থতা বলিম্বতি হবে তাহলে রোযা না-রাখা জায়যে। অনুরূপভাবে রোযা রাখলে যদি রোগী খুব ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রেও। [আল-শারহুল



কাবরি (১/৫৩৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: রোগে বড়ে যাওয়া কথিবা সুস্থ্যতা বলিম্বতি হওয়ার ভয় থাকলে রোযা না-রাখা জায়যে। সুতরাং রোগে বড়ে যাওয়া কথিবা রোগমুক্ত বলিম্বতি হওয়ার আশংকা হলে, কথিবা রোযা রাখলে রোগী ক্লান্ত হয়ে পড়লে— এ কারণগুলোর কারণে রোযা না-রাখা বধৈ।

পক্ষান্তরে, রোযার উপর য়ে রোগে কনোন প্রভাব নহৈ, য়মেন দাঁত ব্যাথ্যা, আঙুলে ব্যাথ্যা ইত্য়াদরি কারণে রোযা না-রাখা জায়যে নহৈ; যতক্ষণ না এগুলোর কারণে ভনিন কনোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। শুধু দাঁত ব্যাথ্যা কারণে যদি কটে রোযা না-রাখে এতে তনো তার কনোন সুবধি নহৈ। তবে, ডাক্তার যদি বললে, যদি আপনি রোযা না-রখে খাওয়া-দাওয়া করনে এতে করে, আপনার দাঁত ব্যাথ্যা, মাড়রি ব্যাথ্যা হালকা হব— তাহলে আমরা বলব: অসুবধি নহৈ। কারণ অনকে সময় খাদ্যে কমতি রোগে দীর্ঘসূত্রতি, ব্যাথ্যা ও চোখে ব্যাথ্যার কারণ হয়। অর্থাৎ রোযা রাখাটা যদি রোগে উপর প্রভাব ফলে তাহলে সে রোযা না-রাখতে পারে। আর যদি প্রভাব না ফলে তাহলে রোযা ভাঙবনে না।[তালকিত আলাল কাফি

(৩/১২৩) থেকে সমাপ্ত]

কবেল আদর্শ ওজনরে চয়ে ওজন কম থাকা রোযা না-রাখার কারণ নয়। বরং রোযার কারণে কি ধরণে কষ্ট ও ক্লান্তি বা ক্ষতি আরোপতি হয় সটো দেখতে হব। খাদ্যে য়ে ঘটতি সটো রাতরে খাবারে মাধ্যমে পূরণ করা কিসম্ভব, নাকিসম্ভব নয়; সটোও দেখতে হব। সুতরাং একজন বশ্বিস্ত ডাক্তাররে পরামর্শ নতি হব এবং ডাক্তার য়ে পরামর্শ দবনে আপনি সটো মনে চলতে পারনে। আরও বস্তিততি জানতে দেখুন [140246](#) নং প্রশ্ননোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।